সহযোগি নির্বাচনে-

মানবাধিকার তরান্বিত করতে সরকারী কর্মকর্তাদের কাজে লাগানো সম্পর্কিত

রচনায় : বরিস পুষ্টিনটসেভ
সম্পাদনায় : লীয়াম মাহনী

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের
নয়া কৌশল প্রকল্পের প্রকাশিত একটি
কৌশল পত্র সহায়িকা ।

NEW Tactics
in Human Rights

প্রকাশনায়
সি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
www.evt.org.www.newtactics.org

সহায়িকা পত্র সিরিজ সম্পাদক
লীয়াম মাহনী

২০০৩ সেন্টার ফর ভিকটিমস অব টরচার
যতদিন স্বত্ত্বাধিকারে বিজ্ঞপ্তি বিষয় উল্লেখিত থাকবে ততদিন বিনা মূল্যে ছাপা বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করা যাবে সকল।

কৌশল পত্র সহায়িকা সিরিজে সহায়তাদান

দি ইউনাইটেড ষ্টেট ইনষ্টিউট অব শীম। দি ন্যাশনাল ফিলানথ্রোপিক ট্রাষ্ট। দি অরগানাইজেশন ফর সিকিউরিটি এন্ড কো-অপারেশন ইন ইউরোপ। দি ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট। দি সিগ্‌রিদ রাউজিং ট্রাষ্ট। পূর্বতম নাম রুবেন এন্ড এলিমাবেথান রাউজিং ট্রাষ্ট। দি জন ডি এবং ক্যাথারিন টি ম্যাকআর্থার ফাউন্ডেশন এবং একটি ফাউন্ডেশন ও একজন ব্যক্তি যারা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

এছাড়া আমাদের রোমানীয় অংশীদার আইকার ফাউন্ডেশনকে সেখানে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষন এবং কর্মশালার অংশগ্রহণকারী কতৃক কৌশল পত্র সহায়িকা প্রকাশের জন্য কিং বাত্তদুয়িন ফাউন্ডেশনকে আর্থিক সহায়তা দান করেন।

অদাবীদার ঃ

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত মতামত মানবাধিকার প্রকল্পের নয়া কৌশলের অভিমতের আবশ্যক মনে করে না প্রতিফলন ঘটানোর এই প্রকল্প কোন সুনিষ্টি কৌশল বা নীতি অধিকার স্পর্শের দায়িত্ব গ্রহণ করে না।

সূচীপত্র :

গ্রন্থকারের জীবনী ০৫

সূচনা ০৬

সহযোগিতা, কিন্তু সংঘাত ন'হে ০৭

সহযোগিতা ফল ১৩

কৌশল উন্নয়ন সম্পর্কিত ১৭

উপসংহার ১৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

মানবাধিকারের মানোন্নয়ন ও সাধারণ মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বেসরকারী সংস্থা সমূহের অভিজ্ঞতার সার সংকলনে সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দলের প্রতি সিটিজেন ওয়াচ গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অফ টরচার
মানবাধিকারের প্রকল্পের নয়া কৌশল পত্র
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
newtactics@evt.org
www.newtactics.org

ফেব্রুয়ারী ২০০৩

প্রিয় সুহৃদ।

মানবাধিকার সম্পর্কিত কৌশল সহায়িকা পত্র সিরিজের নয়া কৌশলের পক্ষ হতে স্বাগতম। প্রতিটি সহায়িকা পত্রে মানবাধিকার কর্মী একটি কৌশলগত উদ্ভাবনের বর্ণনা করেছেন যা মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রগতিতে অত্যন্ত সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। গ্রন্থকার একটা মাত্রিক ও ব্যাপক মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ বিশেষ যার সঙ্গে শিক্ষাবিদ, গ্রন্থাগারিক, স্বাস্থ্য সেবা কর্মী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন এবং এ্যাডভোকেট গণসম্পৃক্ত। তারা তাদের উদ্ভাবিত কৌশল শুধুমাত্র তাদের দেশে মানবাধিকার আন্দোলনকে তরান্বিত করেনি, বরঞ্চ তার সঙ্গে বিভিন্ন মুখি সমস্যা মোকাবেলার জন্য সে গুলি বিভিন্ন দেশে অবস্থায় প্রয়োগ করেছেন।

প্রতিটি সহায়িকা পত্রে গ্রন্থকার কি ভাবে তিনি নিজে এবং তার সংগঠন কি কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। আমরা মানবাধিকার কর্মীদের চিন্তার ক্ষেত্রে কুশলীর মাধ্যমে উদ্ভাবিত কৌশলের প্রতিফলন, বৃহত্তর পরিসরে এবং ব্যাপকতর কৌশলে পছন্দমতো প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতে চাই।

এই সহায়িকা পত্রে আমরা রাশিয়ার অরাজনৈতিক সংস্থা সিটিজেন ওয়াচ কতৃক গৃহীত সহযোগিতার কৌশল, যার দ্বারা রাশিয়ার সরকারী কর্মকর্তা যারা বিভিন্ন সময়ে সহযোগি না হয়ে বরঞ্চ বিরুদ্ধাচারন করেছে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবো। সিটিজন ওয়াচ আমাদের যোগ্যতার, স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রসরে, মানবাধিকারের অগ্রগতি বিধানে গ্রন্থকার সরকারী কর্মকর্তা ও বেসরকারী সংস্থার প্রারম্ভিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কি কৌশল অবলম্বন করেন, তার উজ্জল উদাহরণ তুলে ধরেন। এটা সবার জন্য প্রযোজ্য কৌশল নয়। জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তি, উচ্চ মাত্রার কূটনৈতিক দক্ষতার অধিকারী সংংগঠনের সাফল্যের জন্য এটা প্রয়োজন। সরকারের অভ্যন্তর থেকে যেমন করে দক্ষতার সঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলন সফল করা যায় সে বিষয়ে সিটিজেন ওয়াচের সহযোগিতার ধরন সম্পর্কে আমরা নতুন ধারনা লাভ করতে সক্ষম হব।

সমগ্র কৌশল সম্পর্কিত সহায়িকা ধারাবাহিক বিরতণে অন লাইন www.newtactics.org. বাড়তি সময়ের জন্য অতিরিক্ত সহায়িকা পত্র ব্যবহার করা চলবে। অন্যদের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অন্যান্য উপকরণাদি কৌশলের জন্য অনুসন্ধানযোগ্য ডাটাবেজ, মানবাধিকার কর্মী আলোচনা ফোরাম, আমাদের কর্মশালা এবং সেমিনার বিষয়ক তথ্য নিউ ট্যাকটিক্স ই-নিউজ লেটার এর গ্রাহক হবার জন্য অনুগ্রহ পুর্ব্বক newtactics@cvt.org বরাবরে একটা ই-মেল করবেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভিন্নধর্মী সংগঠন এবং কর্মীদের পরিচালনায় দি. নিউ ট্যাকটিক্স মানবাধিকার প্রকল্প একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। সি.ভি.টি নির্যাতিত লোকদের কেন্দ্র দ্বারা এ প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় করা হয় আমাদের অভিজ্ঞতা জ্ঞান দ্বারা নতুন কৌশলের এবং এর চিকিৎসা ও মানবাধিকার সংরক্ষনের জন্য নাগরিক নেতৃত্বে গঠিত নিরাময় ও পূণর্বাসন ক্ষেত্রে সুন্দর অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

আশা করি অত্র সহায়িকা তথ্য সমৃদ্ধ ও চিন্তার উদ্রেক করতে সহায্য করবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

Kate Kelsch

কেটে কেলসর্কে
নিউ ট্যাকটিক্স প্রজেক্ট ম্যানজার

বরিস পুষ্টিনটসেভ :

সিটিজেন ওয়াচের সভাপতি ৬৫ বছর বয়সী বরিস পুষ্টিনটসেভ, যিনি রাশিয়ার মানবাধিকার আন্দোলনের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। ১৯৫৬ সালে রাশিয়ার আক্রমনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধ দূর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাদের সক্রিয় সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৯৩ সালে হাঙ্গেরিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁকে হাঙ্গেরীর প্রজাতন্ত্রের অফিসারস্ ক্রস প্রদান করেন। যা একজন বিদেশীর জন্য হাঙ্গেরীর সরকারের সর্বোচ্চ খেতাব। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দানের জন্য পুষ্টিনটসেভ কে ৫ বছর কারাভোগ করতে হয়।

ভবিষতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করে তিনি কেজিবির হয়রানির কারণে প্রষ্টিনট সেভ কে বারবার চাকুরী বদল করতে হয় যার চুড়ান্ত পর্যায়ে তাকে শারিরীক ভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নিপীড়নের শিকার রাজনৈতিক কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ ব্রাঞ্চ অব মেমোরিয়াল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন। তিনি আলেকজান্ডার নিকিটিনের পক্ষে গঠিত পাবলিক কমিটির চেয়ারম্যান। রুশ সেনাবাহিনী কতৃক নিক্ষিপ্ত যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকা মারাত্মক রেডিও এ্যাকটিভ বর্জ আবিস্কারের মিথ্যা অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুষ্টিনটসেভ মানবাধিকার বিষয়ে রশিয়ার নির্দেশে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন রুশীয় ও সৈদিশিক প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত প্রতিবেদক।

সিটিজেন্স ওয়াচ :

সিটিজেন ওয়াচ একটি বে-সরকারী মানবাধিকারের সংগঠন বা ১৯৯২ সালে একদল মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবি, সাংবাদিক রাশিয়ান পার্লামেন্টের ডেপুটী এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ কডিখিলের ডেপুটিদের সমন্বয়ে গঠিত। গণতান্ত্রিক সংস্কার কর্মসূচীর বাঁধা দানের জন্য রুশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার আচরনের প্রতি তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে না। সংগঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সরকারী সংস্থার উপর নিরাপত্তা কর্মী, সেনাবাহিনী এবং পুলিশ আইন সভা ও জনগণের নিয়ন্ত্রন কার্যকর করা।

সরকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রনের জন্য রাশিয়ার আইন কানুন সম্পর্কে সিটিজেন ওয়াচ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সম্মেলন আয়োজন করে। বিদগ্ধ রুশীয় আইনজীবি, আইন প্রণেতা ও আইন বিশেষজ্ঞ ইউরোপে অংশ গ্রহণের জন্য আসেন। আন্তর্জাতিক আইনগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে রাশিয়ার আইন এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা এর লক্ষ্য। নতুন আইনের খসড়া ও তা বাস্তবায়নের জন্য প্রণয়নের জন্য এই সভায় প্রতিবেদন এবং নথি পত্র রাশিয়ার আইন সভা এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্ততরে প্রেরণ করা হয়। এই দল নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ে প্রকাশনা বিতরণ করে আজ সিটিজেন্স ওয়াচ তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত সংস্কার। তরুন অপরাধিদের বিচার সম্পর্কীয় স্বচ্ছতা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার, মোহাজের, চাকুরীজীবি এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তার বিষয় তুলে ধরে কাজ করছে।

তথ্য যোগাযোগ :

৮৭, লিগভস্কি পর অফিস-৩০০
সেন্ট পিটার্সবার্গ-১৯১০৪০
রাশিয়া।
টেলি : + ৭-৮১২-৩৮০-৬০৩১
ফ্যাক্স : + ৭-৮১২-৩৮০-৬০৩০
citwatch@mail.wplus.net

সূচনা :

এই সহায়িকা পত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যেমন করে সেন্ট পিটার্সবাগ ভিত্তিক একটি রাশিয়ার বেসরকারি সংস্থা (এন.জি.ও.) সফল ভাবে রাশিয়ার প্রশাসনের প্রভাবশালী আম্মাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতামূলক কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এ সম্পর্কের মাধ্যমে রাষ্ট্র এবং তার নাগরিকের মধ্যে অংশীদার মূলক, গণতান্ত্রিক সম্পকোন্নয়নে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, যেখানে মানবাধিকারের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি মিলে ও সরকার শাসনের বদলে জনগণের সেবায় ব্রতী হয়।

সোভিয়েত শাসন এবং আধিপত্যবাদিতা রাশিয়ায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রসারে চরম অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে, যেখানে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তনের ক্রান্তিকালে মূল চাহিদার সঙ্গে আমলাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার বা তাদের উদ্বুদ্ধ করার কোন ধরনের অভিজ্ঞতা নাই। এই ভাবে সিটিজেন ওয়াচ স্রোতের প্রতিকূলে মাতীর কাটার মতো অনেক প্রতিরোধ এবং জড়তার মোকাবেলা করে। সরকারের অভ্যন্তরের লোকের সঙ্গে কার্যকর সহযোগিতামূলক সম্পকোন্নের জন্য আবশ্যক ভিন্নভাবে পরিচালিত প্রস্তাবিত মর্যাদাপূর্ণ পদ্ধতি।

এই দূরুহ কার্য সম্পাদনের জন্য সিটিজেন ওয়াচ কতকগুলো মৌলিক কৌশল অবলম্বন করে।

ক) একটি ব্যক্তি নির্ভর এবং কূটনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক সতর্কতার সঙ্গে প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিশ্রুতিশীল ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব্বক তাদের নিকট মর্যাদাপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পন্থায় আবেদন করতে হবে।

খ) যথাযথভাবে আর্ন্তজাতিক ও অভ্যন্তরীন সোমনান ভ্রমন এবং সভার জন্য আমন্ত্রন পত্রের মূল্য জানতে হবে। রাশিয়ার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে প্রশাসনের ভিতরে উল্লেখযোগ্য সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে যার মাধ্যমে তাদের পেশার আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সন্ধিক্ষনের অভিজ্ঞা হতে সম্যক উৎসাহিত হতে পারেন। ইতোমধ্যে রাশিয়ার অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানাদি, সম্মেলন, শিক্ষাবিদ ও অন্যান বিশেষজ্ঞ একত্রীকরনে সহায়ক হয় এবং সরকারের চলমান কার্যাবলীর বিকল্প ব্যবস্থা দেখার সুযোগ ঘটে।

গ) সরকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ ও তথ্য যেমন দলিল পত্রের অনুবাদ অন্য দেশে প্রশিক্ষন উপকরণ ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

ঘ) অংশীদারিত্ব আছে এমন সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যার ফলে যৌথ কার্যকর কৌশল প্রণয়ন সম্ভব।

অত্যন্ত দায়িত্ব সহকারে পরিচালিত যুগব্যাপী কূটনৈতিক কার্যক্রম হতে অর্জিত শিক্ষা প্রচারের জন্য অনেক উদাহরণ এই সহায়িকা ব্যবহার করবে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই কৌশল প্রয়োগের এই বিভাগ এতৎ সংশ্লিষ্ট অনেক সাধারণ প্রশ্ন আলোচনা করবে।

পটভূমি

সোভিয়েত রাশিয়া একটা অবরুদ্ধ সমাজ। লৌহ যবনিকা, শুরু কথার নয় বরঞ্চ এটা একটা বাস্তবতা। বিদেশীদের অনুপ্রবেশ রোধ তাদের ধ্যাণ ধারণার কবল হতে দেশকে রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক পেশাগত দায়িত্ব পালন করে চলেছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ধূরু প্রচারনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সীমিত সংখ্যক লোককে বিদেশ ভ্রমন বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বিদেশে অধিকাংশ আমলাই একে অপরের সঙ্গে বিছিন্নতা বজায় রাখে। তাদের পেশাগত কর্ম ক্ষমতাসীন দলের কর্ণধার গণের স্বীকৃতিমূলক সন্তোষ্টির উপর নির্ভরশীল। কয়েক দশকে রাষ্ট্রের কর্মচারীদের নিয়ে এসে তাদের সুযোগ হয় তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড তাদের স্বীয় দপ্তরের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল শুধু নহে বরং শাসকদলের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রশ্নটি বড় করে দেখা হয়।

১৯ বছর পূর্বে রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। রাশিয়া ইউরোপ অভিমুখে তার কঠিন যাত্রা শুরু করে। আজ এটা শুধু মাত্র একটা স্বাধিন, অথচ বাস্তবিক পক্ষে অভিজাত ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার সর্বস্একটি শাসনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এখনও রাষ্ট্রযন্ত্র করদাতাদের নিকট দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ। তথাপি, এখনও গোটা সমাজকে নিয়ে এরা ক্রামান্বয়ে উন্নতর পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

রাষ্ট্রের মতো রাশিয়াও বর্তমানে একটি উন্মুক্ত দেশ আপনি যদি বিচারাধীন বা অন্তরীন না থাকেন তবে যথেচ্ছা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র বা গমনাগমন করতে পারেন। এখন রাশিয়ার বেসামরিক কর্মকর্তা পৃথিবীর যে কোন দেশে যেতে বা সেখানে বিদেশ ফেরৎ সহকর্মীদের অভ্যর্ন্তনা জানাতে পারেন। সীমানার সকল বাধা অতিক্রম করে এখন তারা পেশাগত স্বার্থে আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে আমেরিকা মুক্ত জীবন ধারা দেখে তুলনা করতে পারেন। সেই জীবনের সঙ্গে যখন সরকারী কর্মকর্তার পদস্থ ব্যক্তিতে সম্মানের চেয়ে ভীতির চোখে বেশী দেখা হতো। রাশিয়ার বিজ্ঞ বিচারকগন পশ্চিমাদেশে তাদের প্রতিপক্ষদের সেখানে বিপুল সম্মান পেতে দেখে ঈর্ষাপরায়ন হয়ে উঠেন।

সে ভাবে, "কি নরক, আমি এতো খারাপ নহি"। তার স্বাধিনতা এবং সংহতির প্রতি জনগণের নিরস্কুশ আস্থা বিশ্বাস হতে এই শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়েছে।

এখন অবশ্য রাশিয়ার বিজ্ঞ বিচারকগণ আন্তর্জাতিক আদালতে যোগ দিতে নির্বাচিত হন তারা আন্তর্জাতিক বিচার বিভাগীয় সমিতিতে যেয়ে দেওয়ার অধিকার রাখেন যদি কোন বিজ্ঞ বিচারক বুঝতে পারেন যে, তার পেশাগত মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও স্বীকৃতির প্রয়োজন তখন তিনি তার পেশার সুশীল সমাজের স্বার্থ ও দায়িত্ব বোধের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পাবেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এ পদক্ষেপ রচনার সহায়তা দান করা। আমরা এটা পুলিশ কর্মকর্তা এবং বেসামরিক কর্মকর্তার একই আচরণ করি।

সংঘাত নয় সহযোগিতা

সিটিজেন্‌স ওয়াচের অভিগমন পদ্ধতি

সিটিজেন ওয়াচ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সংস্কার কর্মসূচীতে প্রণোদনা দান ও সহায়তা করার প্রয়াস চালাচ্ছে যেমন, বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ বাহিনী, কিশোরদের বিচার, সেনা বাহিনী এবং আন্তঃ অন্তজঃ গোষ্ঠী সম্পর্ক এবং অভিবাসন নীতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আমরা বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তাদের জনসমক্ষে প্রদত্ত বিবৃতি, তাদের অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সবই নিবিড়ভাবে পর্যাবেক্ষণ করি। যদি কোন বিষয় আমরা আশাপ্রদ ফল পাই তখন তার আশে পাশের লোকদের খুঁজাখুঁজি করি। আমরা বিভিন্ন দফতরে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তাদের বিভাগীয় কর্মকান্ডের স্বার্থে গৃহিত নাগরিক উদ্যোগের নিদের্শনা ও তাদের পেশাগত দক্ষতা সম্পর্কে নাগরিকদের নিকট হতে বিস্তারিত জানার প্রচেষ্টা করি। আমরা সুযোগ পেলে বিভিন্ন দপ্তরের লোকজন বিভিন্ন মুখি সমস্যা কি ভাবে মোকাবেলা করে এদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিস্পত্তি করে বা সম্ভাব্য সাধারণ স্বার্থ ক্ষুন্ন করে যে সকল ক্ষেত্রে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করে আমরা সহযোগিতার কৌশল নির্দ্ধারণ করি।

পরিশেষে আমরা সরাসরি আমলাদের নিকট যাই। স্বাভাবিক ভাবে এর জন্য প্রয়োজন আমরা ঐ এলাকায় বা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারকারী সংগঠন হিসেবে যে সুনাম অর্জন করেছি সে সম্পর্কে উক্ত কর্মকর্তার জানা আবশ্যক। জন সমাবেশের একটা সংবাদ সম্মেলন, আয়োজন করে তার মাধ্যমে পরিচিতি লাভ সব চেয়ে ভাল পন্থা। সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনার বা সম্মেলনের যোদ্দারা তাদের মধ্যে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে যথাযথ আগ্রহ জন্মে। আমি বিভিন্ন কর্ণমস্যুলে কূটনৈতিক অভ্যর্থনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ স্থাপন করেছি। এই অবস্থায় বেসামরিক কর্মকর্তাগণ, তাগিদ অনুভব করেন আলোচনায় রত হতে বা সাক্ষাৎ দান করতে।

অনেক সময় এ ধরনের ক্ষেত্রে সুযোগ জোটে না। প্রয়োজন বোধে, আপনি তাকে আপনার সেমিনার বা গোলটেবিল আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য একটা পরিচিতি পত্র সহ আমন্ত্রণ পত্র পাঠাতে পারেন। যে বিষয় গুলো এ সংস্থার নিশ্চিত প্রয়োজনে লাগতে পারে, সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায়। আপনার প্রেরিত পত্রের উত্তর অনেক সময় নাও পেতে পারেন, তা সত্ত্বেও হয়তো বা তারা সঠিক প্রতিনিধি আসতে পারে। এই ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্মান দেখাবেন। তিনি আপনার সভায় নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীর পরবর্তীতে দেখবেন যেন তিনি আপনার কাঙ্খিত জন অংশ গ্রহণ করছেন। এটা একটা দীর্ঘ, ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন আপনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আপনাদের নিম্ন বর্ণিত উদাহরণের মাধ্যমে জানতে পারবেন এটা অনেক সময় সফল হয় ও পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যও বটে।

ধরুন প্রায়শ: সংস্কারের সমর্থক যে কোন একজনের সঙ্গে আপনি কাজ করছেন, দেখবেন তিনি উর্দ্ধতন কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতিরেকে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে ও অনুরূপ সাব্যস্ত করা হয় যার দরুণ তাকে বিরাগভাজন এ সকল ক্ষেত্রে অধস্তন কর্মকর্তাদের মধ্যে সমর্থক খুঁজে বের করতে হবে। সময় মতো ইতিবাচক প্রভাব ফেলে তাদের প্রধানকে সামনে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। এমনিভাবে ফেডারেল পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট আবেদন পেশের সুযোগ আসবে।

সামরিক আদালত সংস্কার

আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গের সামরিক জেলার প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ব্যর্থ হই; যিনি পুরানো ধাচের ধারক ও নয়া ধারনার বিরোধী। রাশিয়ায় যদি সামরিক বাহিনীর কোন লোক কোন অপরাধ করে তখন সেই কেস প্রথমত: সামরিক আদালতে যায়। বেসামরিক আদালতের অনুরুপ গঠিত সামরিক আদালত এবং বিচার পদ্ধতি একই রকম। ২০০০ সালের পূর্বে সামরিক আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকায় তা জনগণের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৯৮ সনে আমরা Tacis ডেমোক্রাটিক প্রোগ্রামের অধীনে আমরা ইউরোপীয় হতে একটা অনুদান পাই। তখন সবে মাত্র রাশিয়া সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার শুরু হয়েছে। আমাদের প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রুপ সহ বেসরকারী চাকুরীজীবিদের স্বার্থ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে শুরু করে। আমাদের জার্মান সহযোগীর সহায়তায় (অফিস অব দি হিউমান রাইটস কমিশনার ফর দি বুন্দেশহর) আমরা রাশিয়ার সামরিক বিচারকদের জন্য জার্মানীতে একটা অন্ত বর্তীকালিন শিক্ষানাবিশীর প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করি। স্থানীয় সামরিক আদালতের নিকট আমাদের প্রথম আবেদন নাকচ হওয়ায় আমরা মস্কোস্থ সামরিক আদালতের প্রধান বিচারপতি নিকট আবেদন করি এই বিবেচনায় যে, তিনি অপেক্ষাকৃত সংস্কার পন্থী।

জার্মানীর হাসুবর্গ এর সন্নিকটে বাদবেভেন সনে অনুষ্ঠিতব্য একটা সিম্পোজিয়ামে অংশ গ্রহণের জন্য সামরিক আদালতের বিচারকদের একটা দল গঠনে তাঁর সক্রিয় সহায়তা কামনা করি। আপনি তাঁকে অনুরোধ জানাই, তিনি যেন নিজেই সকল বিচারকদের তালিকা তৈরী করেন শুধু মাত্র সেন্ট পিটার্য বর্গের সামরিক জেনারেল ডেপুটি প্রধান বিচারপতি পদে কেননা ইতিমধ্যে আইনগত বিষয়ে তার পেশাগত দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় মিলেছে। আমি শুধু অনুরোধ করেছি, যে ঐ জেনারেল পিচার্য বার্গ হতে তাঁর টীম নিয়ে রাখার সময় ঐ কর্ণেল কেও সঙ্গে নিয়ে যান।

এর প্রতিক্রিয়া হয় ইতিবাচক। এই জেনারেল নিজেই সেন্ট, পিটার্সবার্গের প্রধান সামরিক বিচারক তার ডেপুটি বিচারককে এই দলে যোগদানের জন্য ব্যবস্থা করতে বলেন। যদিও সেন্ট পিটার্স বার্গের বিচারক মস্কোস্থ সামরিক বিচারকের অধীনস্থ নহেন! তিনি তথাপি অধিনস্থ সামরিক পদমর্যাদার হওয়ায় বিষয়টি মেনে নেন। এরপর হতে ঐ কর্ণেল সিটিগেমস ওয়াচের নিয়মিত অতিথি হিসেবে গণ্য হন। আমরা তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তিনিও কর্মচারীদের অধিকার বিষয়ক পেশাগত আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যখন ২০০০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ সামরিক জেলায় একজন নতুন প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন তখন তার ডেপুটিকে আমাদের সামরিক আইনের বিষয়ে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য আনা হয়। আমরা আজ একত্রে সভা, সেমিনার আয়োজন করি। আমরা এখন একে অপরের অংশীদার।

বিশ্বাস যোগ্যতা বৃদ্ধি করণ :

এই কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ও সুনাম বৃদ্ধির জন্য আমরা চার বছর কঠোর পরিশ্রম করেছি। ১৯৯২ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন সমূহ ব্যাপক ভাবে আলোচনা পর্যালোচনা করেছি গণউদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন প্রচারনার অংশ নিয়েছি। যারা আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি সহযোগিতার ক্ষেত্রে অকপট এবং আইন প্রণেতা ও সরকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছি। এই কর্মকান্ড দ্বারা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারলে অন্যান্য অধিকার ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠনের মতো এ নিয়ে প্রচার মাধ্যমে ঠাঁই পাওয়া কঠিন, সকল কাজ কর্ম নামগোত্রহীন অবস্থার মতো মনে হয়। জনগণ আপনার বক্তব্য শুনতে আগ্রহী না হলে কোন সরকারী কর্মকর্তা কোন মনোযোগ দিবেনা। আপনার পক্ষে ভাল হবে যদি আপনি খ্যাতিমান ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে বেছে নিতে পারেন। সিটিজেন্স ওয়াচের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক আইনসভার সদস্য আছেন। এতদসত্বেও আমাদের অধিকাংশ কর্মকান্ড লোক চক্ষুর অগাচরে থাকে।

বিচারকালীন তদন্তাধীন ও বিচারকালীন ১৯৯৫ সালের শেষের দিকে আমরা, কম বয়েসী অপরাধীদের মর্যাদার উপর আমরা একটা সেমিনারের আয়োজন করি। আমরা যাদের আলোচনায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে পেতে চাই তাদের নিকট একাধিকবার যাই। শিশু দপ্তর হতে পুলিশ অফিসার, মেয়রের অফিসের আমলা, সরকারী কুশলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তখন আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেকেই আমাদের প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক প্রকাশনা পাঠ করে। সেমিনারে অনেকেই তাদের মতামত প্রকাশে আগ্রহ দেখান। আমরা যখন সেমিনারের আয়োজন করি তখন অন্তরীন কেন্দ্রে এবং তরুন অপরাধীদের কারাগারে পার্লামেন্টের ডেপুটী মহোদয় আমাদের প্রবেশ নিশ্চিত করেন। শিশু সম্পর্কিত বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার শুনানী শোনবার জন্য আমরা আদালতে যাই প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করি।

আমাদের শিক্ষাদান বিষয় :

আমি প্রায়ই আমাদের আন্দোলনকারী বন্ধুদের বলি যে আজকের দিনে রাশিয়ার বেসরকারী সংস্থার সবচেয়ে জরুরী কাজ হচ্ছে আমলাদের ধারণা পরিবর্তনে শিক্ষাদান করা। সুশীল সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকায় সাহায্যদানের জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করা। আমরা সব সময় তাদের কাজে রাজী করানোর জন্য কিছু সুবিধা প্রদান করতে চাই অবশ্য কিছু কিছু টোপ হতে তাদের ফিরিয়ে আনা কঠিন। কোন দাতাসংস্থা আমাদের কোন আর্থিক অনুদান বরাদ্দ করেনি আমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করি কেন সরকারী কর্মকর্তাদের বা বিচারকদের বিদেশে সামরিক প্রশিক্ষনের জন্য পাঠানো প্রয়োজন। এই ভাবে সরকারী কর্মকর্তাদের আমাদের কার্যক্রমের সহযোগী হিসেবে পাবার উৎকৃষ্ট পন্থা। অন্য সকল প্রচেষ্টার চেয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের সংহতি বৃদ্ধি সম্ভব করা।

পদস্থ সরকারী আমলাগণ যাতে আপনার কথা সহজেই বুঝতে পারে সেজন্য আপনার চারিপাশে প্রখর বুদ্ধি চেতনা সম্পন্ন লোক জোগাড় করতে হবে যাদের অন্যকে কোন বিষয় বোঝাবার দক্ষতা ও জ্ঞান আছে। এমনি ভাবে আপনার কৃত ভূলের মাধ্যমে প্রতিটি সাফ্যলের মূল্যায়ন করে আচরণগত বৈশিষ্ট রক্ষা করে প্রশাসনের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ের দক্ষতা বাড়াতে হবে। পিটার্সবার্গে স্বাধিনভাবে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ভিকটর ভরনকভের নেতৃত্বে গঠিত সংগঠন সহযোগিতায় আমরা কথোপকথনের যোগ্যতা বাড়িয়ে তার মতো হয়ে কাজ করতে পারি। ক্ষমতাসীন বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মতো আমাদের মতো অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন লোক আছে। বেসরকারী সংস্থার আন্দোলনকারী হিসেবে এ ধরনের যোগ্যতা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পায়। আপনার সংস্থার এ ধরনের লোক খুঁজে বের করা কঠিন যদিও তারা এ কৌশল অবলম্বনে খুবই দুস্কর।

যোগাযোগ রক্ষা করার বিষয়ে অতি সম্প্রতি আমরা স্থানীয় বেসরকারী সংস্থাদের নিয়ে কয়েকটি সেমিনারের আয়োজন করেছি। আমরা অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীদের আমাদের জানিয়েছি এন জি ও কর্মী প্রশাসক, রাজনীতিবদের নিকট কি ভাবে কথা পেশ করবে। আমাকে অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, ২০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন সত্যিকার খাবে উন্নতি করেছে। বাস্তবত: একজন উপযুক্ত নেতৃত্বে বিশেষ সম্পন্ন হতে হবে ব্যায় দলে অপরকে একাজে উদ্বুদ্ধ করা যাবে (আমাদের প্রতিটি কর্মসূচী সমন্বয়কারীকে নেতৃত্বে দানের দক্ষতা থাকতে হবে), যদিও জানি উপযুক্ত নেতৃত্ব বিরল ও আমরা অবিরত এ ধরনের লোক খুঁজছি কিন্তু তারা বেশী লাভজনক পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী। এটাই হচ্ছে নিয়ম মাফিক কৌশল প্রয়োগের আজকের রাশিয়ায় সবচেয়ে বড় বাঁধা যেখানে প্রতিনিয়ত হোচট খেতে হয়।

প্রশাসনিক ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের জন্য সম্পদ সংগ্রহ বিষয় :

১৯৯৯ সালে আমি ইউরোপীয় কাউন্সিলের মানবাধিকার অধিদপ্তরের পুলিশ বিজ্ঞানকে পুলিশদের প্রশিক্ষনের জন্য রাশিয়ান ভাষায় (৪টি ক্ষুদ্র পুস্তিকা এবং একটি ভিডিও ক্যাসেট) সরবরাহের জন্য অনুরোধ করি যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রিয় আইন সভায় উপযুক্ত কমিটির বরাবরে গৃহীত সুপারিশ মালা প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

আমাদের ক্ষেত্রে সব সময় একটি বিপদ কাজ করে যখনই তাদের কোন নতুন যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয় তখনই তারা এটা পরিত্যাগ করে আন্তর্জাতিক সংগঠনের মর্যাদাশীল পদে অধিষ্ঠিত হতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ২০০২ সালের গোড়ার দিকে অভিভাসন বিভাগের কর্মরত আমাদের খুবই নির্ভরযোগ্য সহযোগিকে পিটার্সবার্গে জাতি সংঘের হাই কমিশনারের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন তখনও তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য যতখানি পারেন কাজ করেন।

বিচার ব্যবস্থায় সংস্কার :

সোভিয়েত সময়ে রাশিয়ার বিচারকগণ কম্যুউনিষ্ট পার্টির বংশীভূত ছিলেন। বিগত যুগের ঘটনা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৯৯৩ সালে রাশিয়ার বিচারকগণের স্বাধিন মর্যাদার স্বীকৃতি। বিচারকদের স্বাধিনতা ছাড়া ভবিষ্যতে সত্যিকার ভাবে সুশীল সমাজ গঠন সম্ভব নহে কিন্তু বিচারকগণকে তাদের স্বাধিন মর্যাদা ভোগের অভ্যস্ততা গড়ে তুলতে হবে। পুরানো ধাঁচের বিচারকগণ প্রশাসনিক ভাবে নয় বরঞ্চ সাধারণ বিবেক বোধ ও আইনগত ভাবে স্বাধিন সত্ত্বার সুযোগ লাভ করেন। আজকাল রাশিয়ার বিচারকগণ পুণ:শিক্ষালাভের কঠিন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। আমরা এ পদ্ধতিকে গতিশীল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ১৯৯৮ সালের শুরুতে আমাদের কাজের অন্যতম অপ্রাধিকার ছিল বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। সেই হতে উত্তর পূর্ব রাশিয়া হতে ৪ দলে মোট ৫৬ জন বিচারককে ২ সপ্তাহ ব্যাপী ওয়ারসতে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করি যেখানে তারা বিচারলয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। আন্তর্জাতিক হেলসিংকি ফেডারেশনের অর্থায়নে এই সেমিনার পরিচালিত হয়। আমাদের দীর্ঘ দিনের সহযোগী সংস্থা আন্তর্জাতিক জুরিষ্ট কমিশনের সুইডেন শাখার সহায়তায় আমরা ২ দল রাশিয়ার বিচারকদের সুইডেনের শিশুদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভের জন্য প্রেরণ করি।

২০৫০ সালে সিটিজেনস ওয়াচ অনেক গুলো সভা ও সেমিনারের আয়োজন করেন যার উদ্দেশ্য বিচারকের স্বচ্ছতা ও জনগণের নিকট অধিক পরিচিতি দান। আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং কয়েকটি ইউরোপীয়স দেশের বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ, জরিষ্ট ও সাংবাদিকদের আমন্ত্রন জানাই। রাশিয়ার সুপ্রীম কোর্ট, সকল প্রকার সাংবিধানিক সেক্টরে সকলস্ত রের বিচারকগণ এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে রাশিয়ার বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা আসে এমনকি সামরিক আদালতেও যেখানে অত্যন্ত গোপনীয়তা অবলম্বন করা হত। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে আমাদের এক সভার মাধ্যমে সেন্ট পিটার্সবার্গের ও পুশকভে সামরিক আদালত একটা নতুন ধারণা লাভ করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা ওয়েবসাইট চালু করে এবং তাদের প্রদত্ত রুলিং সমূহ নিয়মিত প্রচার শুরু করেন অন্য সামরিক ও বেসামরিক আদালত এই মামলা অনুসরন করেন।

পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার সাধন এবং সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর যা হোল পুলিশ বাহিনী সেখানে উপযুক্ত সংস্কার প্রয়োজন রাশিয়ার পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ বিষয়ে নিয়মিত অভিযোগ আছে। এই ধারা পরিবর্তনের জন্য ভবিষ্যৎ পুলিশ ক্যাডেটদের শিক্ষা প্রশিক্ষনের জন্য সরকার একটা নতুন ব্যবস্থা চালু করতে পারেন। প্রথমে আমরা দেখি পুলিশ অফিস গুলো আমাদের এ ধারণ কি ভাবে দেখে।

আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গ ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অভ্যন্তরীন মন্ত্রনালয় পরবর্তীতে খোদ মন্ত্রনালয়ে প্রথমত: আমাদের উচিৎ তাদের বোঝানো যে, আমরা আপনাদের কাজের ফল ফসুতা জন্য চেষ্টা করছি কোনক্রমে আপনাদের কাজ ভন্ডুল করার জন্য নহে, আমরা কিছু দিয়ে কিছু গ্রহণ করতে আগ্রহী। আমরা পুলিশ বাহিনীতে যুগপৎভাবে লোক খুঁজতে থাকি যিনি আমাদের সঙ্গে নিয়মিত সহযোগিতা করতে পারেন। স্থানীয় একটা মানবাধিকার গ্রুপ যার নাম দি হ্যারল্ড এবং সেলিমা লাইট সেন্টার, একই কৌশল অবলম্বন করে রাশিয়ার উভয় পূর্ব দিকে কর্মরত স্কুল শিক্ষক ও আঞ্চলিক প্রশাসকদের নিয়ে এলাকার ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার/আদিবাসীর মধ্যে বিদ্যমান সংঘাত নিরসনে প্রয়াস চালায় রোরোভিসির এই ক্ষুদ্র শহরের মেয়র।

সাহায্যের করার সদিচ্ছা : অভিবাসন বিভাগের একটি উদাহরণ

আমাদের পরিকল্পনায় আমরা সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকার বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ করেনি। কারণতো স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অধিকতর কার্যকর করার জন্য আমরা সহযোগিতা দান করতে চেয়েছি। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, ১৯৯৬ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ অভিবাসন দপ্তরের নব নিযুক্ত প্রধান কর্মকর্তা আমাদের অন্যতম সহযোগি হিসেবে সবার দৃষ্টি আকর্ষন করেন। আফগানিস্তানের এক চিকিৎসককে শরনার্থীর মর্যাদা প্রদান না করায় অভিবাসন দপ্তরের বিরুদ্ধে তিনি যে মামলা করেন কোর্টে তার শুনানীকালে ও সংবাদ

সম্মেলনের সময় তাকে কথা বলতে শুনেছি। এই চিকিৎসক সোভিয়েতের শাসনামলে সামরিক হাসপাতালের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করে সোভিয়েতের শাসন প্রত্যাহারের পর।

১৯৯৭-২০০০ কাউন্সিল অব ইউরোপস নীতি এবং মানবাধিকারে এর কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয় নয়া পূর্ব ইউরোপের সকল ভাষায় এটা অনুদিত হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এই কীট ১ হাজার কপি তৈরীর জন্য টাকা পাওয়া যায়, সিটিজেনস ও ঘরির অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলে এক হাজার করার এই শর্তে জার্মানীর কোনার্ড এডিনওয়ার ফাউন্ডেশন সাহায্য প্রদানে সম্মত হয়। তখন আমরা অভ্যন্তরীন যন্ত্রনালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ হাজার কপি প্রদান করি। বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রধান মানবাধিকার বেসরকারী সংস্থার নিকট হতে এই জিনিস পেয়ে তিনি খুবই বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, এই সংস্থানে পুলিশ এতোদিন বিরোধী মনে করছে।

রাশিয়ার অন্যান্য ১৮টি শহরে এই বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা আছে যেখানে বিনা মূল্যে শিক্ষামূলক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্ব বিদ্যালয়ে দান হিসেবে প্রাপ্ত এই কীট প্রদান করা হয়। এটা কিন্তু সিটি ওয়াচের নিকট হতে পাওয়ায় হচ্ছে রাশিয়ার বাইরে অবস্থিত অধিকাংশ পুলিশ প্রশিক্ষন শিবিরে ইহা প্রেরণ করা হয় এবং বড় চাহিদা সৃষ্টি হয়।

পুষ্টিনটসেভ,
ভিক্টর সেভেন, সেন্ট পিটার্সবার্গ সামরিক জেলা প্রধান বিচারক, যিনি আদানয়ের বয়ের স্বচ্ছতা বিষয়ে সামরিক বিচারকদের এক সেমিনার পরিচালনা করেন, জুলাই ২০০১ সাল।

আমরা সেন্ট পিটার্সবার্গের এন.জি.ও'স অবস্থান খুঁজে বের করি কেননা এরা স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদানে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে এবং আমরা এই ধরনের সংস্থাকে সহায়তাদানের জন্য পন্থা খুঁজতে থাকি। উদাহরণ স্বরুপ আমাদের কিরভস্মি অঞ্চলে অতিমাত্রায় গৃহ সংঘাত সৃষ্টি হয়। কয়েক বছর পূর্বে আলেকজান্দ্রার অবস্থিত বাহিনীর সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী যোগ দেয়। এখানে স্থানীয় পর্যায়ের সংঘাত নিরসন ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য একটি বেসরকারী সংস্থা সক্রিয় ছিল। এখন তারা নিয়ম মাফিক তাদের কর্মকান্ড সমন্বিত করেছে এবং গৃহ বিবাদের মাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা নির্ভর একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশের জন্য তহবিল খুঁজতে থাকে এগুলো ছেপে আমরা সমস্ত কম্যুউনিষ্ট নেতা এবং মহল্লার পুলিশ কমান্ডারের নিকট বিলি করতে চাই।

কয়েক পুরুষ সময় লাগবে শুধু রাশিয়ার পুলিশ বাহিনীকে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারে সংরক্ষনের জন্য তাদের বর্তমান দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তন করতে আমাদের দীর্ঘ পথ পরিক্রমার শুরুতেই আছি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা আমরা চরম ভাবে বাঁধা গ্রস্থ হচ্ছি। তাদের মনে সন্দেহের/অবিশ্বাসের দান বেধেছে। জনগণ তাদের রক্ষাকারী হিসাবে আস্থা করেনা। ৭০ বছর ব্যাপী আইনের কঠোর প্রয়োগের ফলে, প্রতিষ্ঠিত সকল নিয়ম কানুন প্রণালীবদ্ধ জীবন ব্যবস্থায় আঘাত হানার মত ঘটনা জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে। অবশ্যই জনগণের দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তী আমাদের কাজ করতে হবে।

সুতরাং আমরা একটা প্রকাশনা প্রকল্প গড়ে তুলছি-একটা মানবাধিকার সিরিজ নামে ব্যাপক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে এই প্রয়োজন উপলব্ধির জন্য। আমরা এই প্রকাশনা সমূহ লাইব্রেরী, স্কুল ও কারাগারে প্রেরণ করবো।

সহযোগিতামূলক গবেষণা :
তিন বছর পূর্বে আমরা কৃতি সমাজ বিজ্ঞানী এবং পুলিশ কতৃপক্ষের একত্রিত করার সুযোগ পাই, পুলিশ এবং জনগণের সম্পর্ক পর্যালোচনা পূর্ব্বক সম্পর্ক উন্নয়নের জনী কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করি। এ গবেষণা এখনও চলছে। গত বছর পিটার্সবার্গের পুলিশ কমান্ডার জেনারেল ভেনিয়ামিন পেটু খভ আমাদের জানান, আমাদের গবেষণার ফলাফল অভ্যন্ত রীন মন্ত্রনালয় সূত্র পত্র হিসেবে ব্যবহার করে। গবেষণার ফলাফলের সর্ব শেষে ইংরেজী প্রতিবেদন সিটিজেনস ওয়াচে পাওয়া যায়।

সহযোগিতার ফলাফল

সময় পার হওয়ায় অভ্যন্তরীন মন্ত্রনালয় আমাদের কার্যক্রমে কম সন্দেহের চোখে দেখছে। ২০০১ সালের নভেম্বরে আমার মতো আরও ছয়জন মানবাধিকার কর্মীকে উপ-মন্ত্রী ইয়েভজেনিভ সলোভিয়েত আমাদের প্রকাশিত পুলিশ

প্রশিক্ষন সহায়িকা ইউরোপের পুলিশ প্রশিক্ষন পর্ষদ যে অনুমোদন দিয়েছে সেজন্য আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

তিনি জনসাধারনের মনে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জল করার জন্য আমাদের পরামর্শনুযায়ী কতকজ্ঞান বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে মহল্লায় পুলিশের প্রতি ব্যক্তিগত পরিচিতি কার্ড, বেসামরিক স্বেচ্ছা সেবীদের সহযোগিতা বৃদ্ধি। সম্প্রতি উপমন্ত্রী সোলেভিয়েত সিটিজেন ওয়াচকে পুলিশী ব্যবস্থার উপর রচিত রোটার ডাম সনদের রুশীয় ভাষায় অনুদিত ৫০০ কপি সরবরাহের অনুরোধ করেছেন যাতে বহু ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পুলিশী কার্যক্রম পরিচালনার নীতি কৌশল জানা যাবে। এখনই ঐ সনদের রুশীয় ভাষায় অনুদিত ২০০০ কপি ছাপা হয়েছে এবং পুলিশ শিক্ষা ও প্রশিক্ষন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে এবং ১৫০০ কপি গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশের ভূমিকা বিষয় কাউন্সিল অব ইউরোপ ম্যানুয়েল ছাপা ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ পরামর্শ দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন একটি মানবাধিকার চেয়ার প্রবর্তন করা হয়। অভ্যন্তরীন মন্ত্রনালয় পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান জেনারেল ভিকটর মালকিনভ সেই চেয়ার প্রবর্তনের তার প্রচেষ্টায় করা আমাকে ২০০২ সালের মার্চে জানান। তিনি বলেন সিটিজেন ওয়াচের পক্ষ হতে অভ্যন্তরীন মন্ত্রনালয়ে এ ধারনার সমর্থনে যেন একটা পত্র প্রেরণ করা হয়। মে মাসে মন্ত্রনালয়ের পক্ষ হতে প্রেরিত সিটি ওয়াচের প্রতি ধন্যবাদ মূলক পত্রে জানা যায়, তারা এই সমগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিষয়টি এখন সক্রিয় বিবেচনাধীন, ২০০২ সালে এ স্বপ্নটি বাস্তবে রুনিল। বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ মানবাধিকার বিষয়ক এ চেয়ার প্রবর্তন করেন। সেপ্টেম্বর মাসে যেন এটি কর্মসূচী শুরু করা যায় সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ সিটিজেন ওয়াচের প্রতি শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের অনুরোধ জানান।

একটি কঠিন সমস্যা : চেচেন যুদ্ধ

২০০২ সালের গ্রীস্মকালে আমাদের আরেকটি বিজয় অর্জিত হয়। কয়েক বছর চলমান চেচেন যুদ্ধের ফলে বেসামরিক নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারের চরম লঙ্ঘন, খুন, অপহরণ, ধর্ষন, ডাকাতি, প্রহার ইত্যাদি মানবাধিকারে যখমের বিষয়ে রাশিয়ার প্রচার মাধ্যমে প্রায়শই পরিবেশিত হয়েছে। চেচেন অংশ ফেডারেশনের একটি অঙ্গ বিভিন্ন স্থান হতে পুলিশ বাহিনী তলব করে যেখানে রুটিন মাফিক পুলিশী তৎপরতার জন্য পাঠানো হয়, কিন্তু কার্য্যত: তারা সেখানে পৌঁছে, রাস্তা বন্ধ করে তারা সমস্ত ব্যক্তির খোঁজে ঘরে ঘরে তল্লাশী করে অস্ত্র উদ্ধার এবং অনেক সময় প্রকৃত সামরিক অভিযানে অংশ নেয়। তারা সাধারণ বাহিনীর চেয়ে কম মাত্রায় অপরাধী বলে গণ্য হয়।

গ্রীস্মের পূর্বে প্রতি তিন মাস অন্তর উত্তর ককেশীশে পিটার্সবার্গ হতে ডজন ডজন পুলিশ কর্মকর্তাকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাদের মন্দ সৈনিকের পরিবর্তন করা হয় সৈনিক ও পুলিশ কর্মকর্তা দুইটি ভিন্ন ধর্মী পেশার লোক। কিন্তু এখান হতে ফিরে যেয়ে তারা যথার্থ ভাবে আর পুলিশী দায়িত্ব পালন করতে পারেনা। অনেক দিকে এসে মানসিক ভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি সামান্য বিষয়ে উত্তেজিত হয়ে ট্রিগার টানা শুরু করে। অনেক পুলিশ ব্যক্তিগত ভাবে এ অভ্যাসের প্রতি আমাদের ঘৃণারোধের অংশীদার হয় কিন্তু শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নিশ্চুপ থাকে। ২০০২ সালের জুলাইয়ের মতো তাদের মিশন ২ বারে ৬ মাস মেয়াদের হতে আমরা তখনও যুদ্ধ থামাতে পারিনি। অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীকে চাপ প্রয়োগ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য লোকের মতো ভিন্ন ধরনের কাজ হতে বিরত রাখতে পারি নি। কিন্তু আমরা স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে অমানবিক কাজে ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাসে ভূমিকা রাখতে পারি।

২০০২ সালের গোড়ার দিকে আমরা অভ্যন্তরীন মন্ত্রনালয় যে পরামর্শ দান করি যেন প্রতিটি পুলিশ কর্মকর্তা যারা উভয় ককেশাশে যাচ্ছে তারা যেন সিটি প্রসিউকিউটরের অফিসে অনুষ্ঠিত ক্লাশে অবশ্য অবশ্য হাজির হয় কর্তব্যরত অবস্থায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে যারা অভিযুক্ত তাদের শাস্তি স্বরুপ এ পাঠক্রমেতে অংশ গ্রহণ হতে হবে। তা না হলে তাদের সংক্ষিপ্ত শাস্তি হতে আইনগত ব্যবস্থার সম্মূখীন হতে হবে সম্প্রতি কোর্টে আনীত অভিযোগ যথার্থ উদাহরণ শিক্ষাদান কালে উদাহরণ হিসাবে আলোচনায় আনতে হবে। ২০০২ সাল হতে পোষাক পরিহিত অবস্থায় মানবতা লঙ্ঘনের চরম অংশীদারদের বিরুদ্ধে চেচেনের প্রসিকিউট অফিসে মামলা হয় এখানে অনেক অভিযুক্তদের অপরাধের রায় প্রদান করা হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তাগণ স্বেচ্ছায় এই মিশনে যোগ দেন এই ভেবে যে, এখানে তারা সব ধরনের কাজ করার আইনত: ক্ষমতাধিকারী। তারা যা সেখানে করবেন তা দায়মুক্ত। এই হচ্ছে মূল লোভ প্রদানকারী ভাষ্য যার সঙ্গে তিনগুণ বেতন যুক্ত হয়। ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে পসকভ হতে ২০জন পুলিশ কর্মকর্তা সেখানে যেতে অস্বীকার করায় তাদের

বিভিন্ন অজুহাতে দেখিয়ে তাদের গুলি করে মারা হয় সেই সঙ্গে ফল সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। সুতরাং অধিকাংশ পুলিশ কর্মকর্তা অস্বীকৃতি জানাতে চাননি।

এই মিশনে যোগ দেবার ৩ সপ্তাহ ব্যাপী একটি বিশেষ প্রশিক্ষনে কতিপয় আইন কানুন ও উপযুক্ত কিছু কথাবার্তা শেখানো হয়। যখন একজন অভিশংসক বা কোন দক্ষতরের প্রতিনিধি যখন বলেন রাশিয়ার প্রতিটি নাগরিক চরম ভীতির মধ্যে জীবন কাটান তখন তারা বিষয়টি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেন।

আমাদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সাধারণ নাগরিকদের মনে সেন্ট পিটার্সবার্গ পুলিশ। বাহিনীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখা। এনামরা আপনার জনগন ঘৃন্য অপরাধের সঙ্গে যেন না যুক্ত হয় সেজন্য তাদের বিরত রাখা। আমরা পরামর্শ দিয়েছি, অভিশংসগের বক্তৃতামানার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা প্রামান্য চিত্র তৈরী করে যা পুলিশ প্রশিক্ষন কেন্দ্রের যথেষ্ট সহায়ক হবে। আমরা জোর দিয়ে বলি মন্ত্রনালয়কে এর জন্য এক মোটও খরচ দিতে হবে না, যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করেছি তারা আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

এটা ছিল একটা দীর্ঘ সময়ে প্রদর্শন যোগ্য চলচ্চিত্র ২০০২ সালের জুন মাসে ৬জন স্থানীয় অভ্যন্তরীন বিভাগের মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি আমার অফিসে এসে বলেন তারা মন্ত্রনালয় হতে নির্দেশ পেয়েছেন সিটিজেন ওয়াচকে প্রয়োজনীয় সহায়তাদান করে চলচ্ছিত্রের শুটিংয়ের ব্যবস্থা করি। কিন্তু বল শুরু ঘুরছে। প্রথম বক্তৃতা দান সম্পন্ন হয় ২০০০ সালের অক্টোবরে এবং ফিল্ম তৈরী হয় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

পুলিশের উপর নাগরিক সমাজের সতর্ক দৃষ্টি

তখন আমরা আমেরিকা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর ভিত্তি করে মহল্লার পুলিশের সঙ্গে সমাজের স্বেচ্ছা সেবকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরা জন্য সচেষ্ট আছি। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে কর্ণেল রেডিওনভ এবং আমি ম্যানহাটনের একটা মহল্লা পরিদর্শনে যাই, সেখানে প্রবেশ দ্বারে একজন মহিলাকে বসে বলতে দেখি তিনি আমাদের নাম এবং সাক্ষাতের সময় খাতায় সেখেন। এতে বোঝা গেল যে, তিনি একজন স্থানীয় সমাজের স্বেচ্ছা সেবক, তিনি রোজ মহল্লায় উপরিভাগে এখানে হাজির হন। আমি খুবই অবাক হই যে, তিনি প্রতিটি অভিযোগকারীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন একটা প্রত্যেকটি বাধ্যতামূলক আটকাদেশের মর্যাদায় স্বাক্ষী স্বরুপ। তার উপস্থিতিতে পুলিশ কর্মকর্তা স্বেচ্ছাচারী বে-আইনী আচরণ করতে সাহসী হন না।

২০০২ সালের মে মাসে আমি সেন্ট পিটার্সবার্গ পুলিশ কর্ণেল যিনি নিউ ইয়র্কের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক পর্যবেক্ষনের জন্য দায়ীত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁকে নিয়ে আমি আমরা একত্রে মহল্লায় পুলিশ কর্তকর্তা, কম্যুউনিষ্ট স্বেচ্ছা সেবকের প্রতিনিধি এবং যারা তাকে প্রেরণ করেন সভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আমরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এ ব্যবস্থাটি কতদূর বাস্তবে রুপ দেওয়া যায়। আমরা লক্ষ্য করি যে, সমাজের স্বেচ্ছা সেবকের উপস্থিতি পুলিশের আচরণ নিয়ন্ত্রনে সক্ষম নহে কিন্তু পুলিশ ও জনগণের মধ্যেকার বাধাদূর করেছে অনেকাংশে। তারা দীর্ঘ-স্থায়ী স্বেচ্ছা সেবককে পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচনা করেন। এই হচ্ছে পুলিশকে সহযোগি হিসেবে পাবার উপায়, যা দায়িত্ব স্তর ভেদে কর্মকর্তাদের হৃদয় জয় ও সহানুভূতি আদায় বড় কঠিন।
আমি মনে করিনা যে, আমরা অদূর ভবিষ্যতে রাশিয়ার এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবো। এতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু এ বিষয়ে অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে পুলিশ বুঝতে পারছে যে, জনগণ কতৃক পুলিশের কার্য্যক্রমের উপর নজরদারীর বিষয়টি গ্রহণ করবে সময় এসেছে। একটা অধিপত্যবাদী ব্যবস্থা উভয় রুশীয় দীর্ঘ দিনে গড়ে ওঠা পুলিশ এবং জনগণের মধ্যে দূরত্ব এবং প্রথাসিদ্ধ বিরুপ সম্পর্ক হ্রাসে সক্রিয় ভাবে সাহায্য করবে। এখনও একটা দীর্ঘ স্বপ্নের বিষয়। আমরা রাশিয়ার প্রগতিশীল চিন্তার ধারক পুলিশ কর্মকর্তার জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরীতে আমাদের মতো তাদেরও স্বপ্ন বিলাসিতার অবকাশ সৃষ্টি করছি।

কৌশল প্রণয়নে

সিটিজেন ওয়াচ আমলাদের সঙ্গে অন্য সকল ক্ষেত্রে কার্যায়ন সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এটা একটা নিত্য নৈমিত্তিক যুদ্ধের মতো হারছি, জিতছি কিন্তু প্রতি বছর অনেক সরকারী কর্মকর্তা এবং বিচারক সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করার কাজে তাদের সক্রিয়তা প্রদর্শন করে চলেছে। এক যুগ পূর্বে কোন সুশীল সমাজ ছিলনা, তাদের কেউই নয়। আজ অনেক স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা একই কৌশল এবং প্রক্রিয়া অনুসরন করছে। উদাহরণ স্বরুপ, সিটিজেন ওয়াচ, আফ্রিকার

শরনার্থীদের সংগঠন (আফ্রিকান বিফিউজ এসোসিয়েশন) যা তিন সহস্রাধিক উত্তর-পূর্ব রাশিয়ার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে আনতে পুলিশ বিভাগের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করেছে। তখন পুলিশ কর্মকর্তাগণ আফ্রিকা হতে আগত শরনার্থীদের অধিকার সংরক্ষন ও বর্ণবাদী আইনের সঙ্গে কোন বিরোধ দেখা দিলে তার আপীলের বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা প্রদান করেন। অন্য উদাহরণ হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গের সৈনিকেরমাতা তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিরোধ নিরসনে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সে অভিযোগ কেউ শোনেনি। পেশের সুযোগ হয়নি তা কেমন বাধ্যতামূলক ভাবে ভর্তিকৃত সৈন্যদের অভিযোগ সিটি কমসক্রিপশন দপ্তর সে ব্যারাকে হরহামেশা প্রবেশের সুযোগ প্রদান করছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনে আমাদের কার্যক্রম শুরুর প্রথম পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল, পার্লামেন্ট/যুক্ত রাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের গণতান্ত্রিকভাবে প্রথম নির্বাচিত পার্লামেন্ট ছিল মূল একটা মিশ্র ব্যাগ যেখানে পপুনিষ্ট, সরাসরি বাতিকগ্রস্থ। অতি উৎসাহি কিন্তু সেখানে ডেপুটি পরীক্ষিত গ্রুপ ছিল যারা তাদের প্রচেষ্টা সরকার পন্থীদের পক্ষে বজায় রাখেন এবং আমাদের চেষ্টায় সহযোগিতা প্রদান করেন। তখন আমরা লক্ষ্য করি নির্বাহী শাখা এই ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে সংসদীয় ব্যবস্থা ক্ষতি সাধন করছে।

প্রতিশোধের ঝুঁকি

সক্রিয় বেসরকারী সংস্থা সমূহকে যে সকল সরকারী কর্মকর্তা সমর্থনদান করেন তারাও সংস্কার কর্মসূচীর বাস্তবায়নে সামগ্রিক ভাবে বাধাগ্রস্ত হন। জামার্ন বুন্দেশত্তহের ভার ভ্যান্ডের মডেল অনুসরন করে সেন্ট পিটার্সবার্গের বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষন একডেমীতে শিক্ষাদানরত কর্ণেল সারপেঙি ময়েসেহয়েভ সরকারী কর্মচারীদের পেশাগত ইউনিয়ন গঠনের জন্য তার মানবাধিকার সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও সিটিজেনস ওয়াচের দ্বারা সমর্থন পুষ্ট হওয়ার অপরাধে দুইবার চাকরীচ্যুৎ হন। এসব ক্ষেত্রে সিটিজেন ওয়াচের আইনজীবি হক্কা জেমস কোভাকর্ণেল ময়েসে ইয়েভকে আইন সহায়তাদান করেন ও মাসনার বিজয়ী হয়ে তিনি পুনরায় তার চাকুরীতে পুর্নবহাল হন। এর দ্বারা এই ধরনের লোকের অসুবিধা উপলব্ধি করা সম্ভব। (সেকারণে তাদের কয়েকজনের নাম এই সহায়তা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি)।

প্রত্যাশিত সহযোগি নির্বাচন

অবশ্য যদি কোন বেসরকারী কর্মকর্তা হতাশাগ্রস্ত হন তবে আপনার ফলপ্রসু সহযোগিতার আশাক্ষুন্ন হবে। একজন অভিজ্ঞ আমলা প্রায়শই আত্ম প্রবঞ্চনার দক্ষ হন অনেক সময় তাকে সংস্কার বাদী মনে করা ঠিক হয়না। এই শিক্ষা গ্রহণের পূর্বে আমরা অনেক ভূল করেছি।

কোথায় এই কৌশল প্রয়োগ সম্ভব

দায়িত্বহীন আমলাদের মধ্যে সর্ব জনীন ভাবে এই কৌশল প্রয়োগ করা যাবে না। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত, অপ্রবেশযোগ্য বিচ্ছিন্ন পরিবেশে সেখানে কোন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোন প্রবেশাধিকার বা প্রভাব নাই। এই বিজিত অবরুদ্ধ দূর্গ সম মানসিকতার কারণেই আমার সকল প্রয়াস ব্যাহত হবে। যেখন সমস্ত বাইরের জগতের সঙ্গে ছিন্ন সম্পর্ক, যোগাযোগহীন, যে দেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে যেখানে সমস্ত কর্মকান্ড সেই বিশ্বাসঘাতকতার শামিল বিবেচনা করা হয় এই সহযোগিতা কামনা খুবই কঠিন হয়।

সোভিয়েত পরিবর্তনের পূর্বের শাসনামলে, যেখানে অধিপত্যবাদিতা ছিল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সেকারনে কাজ করা খুবই কঠিন। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে বড় ভাইয়ের মতো সকল অবস্থা পর্যাবেক্ষন করার যোগ্যতা থাকে সেখানে জেনে জিজ্ঞাসার ধরন অত্যন্ত দূরুহ।

আমাদের এই ঝুঁকি সহযোগিতা কঠিন, সহযোগি নির্বাচন অসম্ভব করে তোলে। মোটের উপর পার্থক্য বোঝাবার জন্য, দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। কাজ করতে হবে সিভিল এ্যাকটিভিষ্টকে নিয়মানুযায়ী কাজের জন্য সহযোগী অনুসন্ধান

ও পরিবর্তন সাধনের জন্য কাজ করা জরুরী। মৃত্যু বা কারাদন্ড ভোগের মতো চরম শাস্তি, এই দুঃসাহসিক ও ভয়ানক কাজের জন্য তার ভাগ্যে খারাপ দুই হতে পারে।

এই কৌশল বিবেচনার পূর্বে সমস্ত সুশীল সমাজের এ্যাকটিভিষ্টদের ভালভাবে সকল সফলতার সুযোগ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। তখন মাত্র নৈতিক বলে বলীয়ান হওয়া যায়। এই সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকান্ডে অন্যকে আহবান জানাবার ক্ষেত্রে। আপনি শুধু মাত্র নিজের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু অপারের ক্ষেত্র তার নিজস্ব পছন্দকেই শূল্য দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন হ্রাস পাওয়ার পর গণতন্ত্রে উত্তরনের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার এই কৌশল গ্রহনের প্রচেষ্টা চালানো অসম্ভব ছিল। শুধু মাত্র কেজিবি সংস্কার কর্মসূচী যখন পুরোদমে চলছে তখন ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তার গোয়েন্দাবৃত্তি ও নিপীড়ন কর্ম চালাতে পেরেছিল।

সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা অন্য সকল স্থানের চেয়ে চরম নির্মমতাপূর্ণ ছিল। অন্যান্য দেশেও বিভিন্ন পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত কম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, গোয়েন্দাবৃত্তি ও নিয়ন্ত্রন বজায় ছিল। ক্রমান্বয়ে সুশীল সমাজের কার্যক্রম বাড়তে থাকে এবং আমলাদের মনে ভাবনা জাগায় ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থায় তাদের নিয়ন্ত্রন ও অত্যাচার হ্রাসে তাদের ভূমিকা কি ধরনের হবে? কিন্তু অনেক দেশি জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস না করতে হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক নির্ভরতা ও সহায়তা কামনা করা হয়। এমনি ভাবে ব্যাপক রাজনৈতিক বিবেচনায় সম্ভব সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হয়।

সর্ব ক্ষমতার অধিকারী একটা সরকার যায় জনগনের প্রতি কোন দায় বদ্ধতা নাই সেখানেই কৌশল প্রয়োগের আবশ্যিকতা আছে কারন বিকল্প ব্যবস্থা যেখানে অনুপস্থিত। এমনিভাবে প্রতিটি সর্বাত্মকবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতা বদলের পর বেশ কয়েক বছর পৃথিবী অন্য রাষ্ট্র হতে বিছিন্ন প্রায় হয়ে থাকতে হয়। অনেক রাষ্ট্রে শাসনতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরণের এই ক্রান্তি কালে পুলিশ সামরিক বাহিনী যদিও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বলয়ে প্রবর্তন না হলে তাদের মনে অবিশ্রাম বিরাজ করে। জনগনকে তারা প্রতিপক্ষ মনে করে। কোন সংস্কার প্রচেষ্টা এই বিছিন্ন বাদিতার অনুপ্রবেশ না ও ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সামরিক সরকার বা অন্য কোন এক নায়কতন্ত্রে সিভিল সার্ভিসের সদস্য'র মনে কোন উৎসাহ জাগেনা, তারা আপনাকে সহযোগিতাদানের। তবুও পিনোচেটের শাসনামলের মত ক্ষেত্রেও সুযোগ মেলে। বিরোধী দলের অপারগতা দমনে তারা খুবই শক্ত অবস্থান নেয়। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যুক্ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের অধিকার যদি থাকে, দেশের ভিতরে ও বাইরে সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা থাকে যেখানে এই কৌশল প্রয়োগের সুযোগ থাকে।

নৈতিবাচক রাজনৈতিক বিষয় না থাকলে সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (ব্যবসা, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার সীমিত আকারে হলেও তা চলছে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিমিত্তে হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে জনগণকে নিয়ন্ত্রন করতে যাওয়া কঠিন ব্যাপার।

এই শাসক দল সর্বক্ষমতাধর না থাকলে কিছুটা কার্যক্রমে বিরোধিতার সুযোগ ছিল। প্রতিদিনই পরিবর্তন প্রত্যাশা করা হয়। আধা গোপনীয় বিরোধী গ্রুপের সঙ্গে আমলাগণ এই প্রত্যাশায় অংশীদার হিসেবে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। নীতিগত ভাবে ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত পরিবর্তন সাধনের জন্য তাদের এই যোগাযোগ নিয়মিত সহযোগিতা প্রদানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। দমন পীড়ন মূলক রাষ্ট্রীয় শক্তির পতনের পর গণতন্ত্রে উত্তরনের সময়ে এই কৌশল প্রয়োগের নিরাপদ পটভূমি তৈরী হয়। উদাহরণ স্বরুপ, আমি রাশিয়া হতে লক্ষ্য করেছি ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ বাহিনী সংস্কার আশ্চর্য্য জনকভাবে তাদের মনে হয়েছে।

কিভাবে এই কৌশল প্রয়োগ করতে হয়

যদি আপনার এনজিও বিশ্বাস করে যে, রাজনৈতিক অবস্থা সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে তাহলে আমরা নিম্ন বর্ণিত বিষয় গুলো বিবেচনার জন্য পরামর্শ দান করতে পারি।

কৌশল প্রয়োগ শুরুর প্রাক্কালে বিবেচ্য বিষয় সমূহ :

১। প্রথমত : উপরে আলোচনার আলোকে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকি সমূহ কি? কি? আপনাকে নিশ্চয়ই সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে আপনার দলের কথা বিবেচনা করতে হবে। উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ঝুঁকি জানা প্রয়োজন।

২। এই ঝুঁকির বিরুদ্ধে কিভাবে কাজ করবেন এবং তার লাভ কি? আপনি কি মনে করেন, খুব দক্ষ সরকারী কর্মকর্তা গণ নীতি ও প্রয়োগ ও পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম?

৩। মনে রাখতে হবে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারটা দীর্ঘ মেয়াদী এবং প্রায়শই দৃশত্য ফলাফল খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিফলতাকে মেনে নেওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে। এই কঠিন পদ্ধতিতে হতাশার অভিজ্ঞতা আপনাকেও আপনার সহযোগিতে সাহস জোগাবে।

৪। এই পদ্ধতির নৈতিক বৈধতা সহ আপনার সংগঠনের পক্ষ হতে ঝুঁকি গ্রহণ ও বিফল হওয়ায় সম্ভাবনাকে মেনে নিয়ে এই কৌশলের বাস্তবতা প্রতি পরিচ্ছন্ন ধারণা পোষন করতে হবে। আপনার সংগঠনের অনেকেই দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর ভারতে রাষ্ট্র এবং আমলারাই শুরু আমাদের শত্রু। এ নিয়ে সংগঠনের মধ্যে বিতর্নের সূত্র পাত হবে। প্রতিটি ব্যর্থতা নিজদের মধ্যকার বিভেদান তীব্র করে তুলবে। এই পদ্ধতি শুরু নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণ কালে প্রযোজ্য জনগণের সেবার সুযোগ সৃষ্টির জন্য এন.জি.ও গুলোকে রাষ্ট্রীয় বিস্তার পরিবর্তন সাধনের জন্য সতর্কতামূলক আশাবাদ কৌশল করতে হবে।

৫। একই ভাবে যদি পদ্ধতিগত ত্রুটির মাত্রা বেশী হয় তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে এবং আপনার সংগঠনের উপর হতে আমলাবৃন্দ বিশ্বাষযোগ্যতা হারাবে। আপনি তাকে ঝুঁকি গ্রহণের জন্য রাজী করাতে চাইলে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

কৌশল বাস্তবায়নকালে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

যখন আপনি এই কৌশলের উপকারিতা ও ঝুঁকিসমূহ আপনার সংগঠনের একটা অঙ্গীকারাবদ্ধ হন একটা দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল প্রণয়ন সেক্ষেত্রে একটা সম্পন্ন করতে আপনাকে ভিন্ন বর্ণিত বিষয় বিবেচনার আনতে হবে।

১। সরকারী কর্মচারীদের আস্থা অর্জনের জন্য সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। একদিকে তারা আপনার যোগ্যতা ও পেশাগত দক্ষতার উপর আস্থাশীল হতে চায় দ্বিতীয়ত: আপনি তাদের শত্রু বিবেচনা করে তাদের কর্ম জীবনে ক্ষতিসাধন করতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না। আপনার সংগঠন যদি অখ্যাত হয় অথবা কোন সুনাম নাই। সে ক্ষেত্রে আপনি আমলাদের ঝুঁকি গ্রহণের নিশ্চয়তা পাবেন না।

২। আপনার সংগঠনকে আপনার মৌল প্রতিপাদ্য এবং পরামর্শদানের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দেখাতে হবে। কোথায় কি ভাবে সরকারী কর্মকর্তাগণ পরিবর্তন সাধনের জন্য পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি তাৎক্ষনিকভাবে সমস্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে দিতে পারবেন না, শুরু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আপনার কুশলতা সম্প্রসারন করতে হবে।

৩। একবার আপনার লক্ষিত ক্ষেত্র যদি ঠিক হলে আপনি উপযুক্ত সহযোগি নির্বাচন করে এবং বিস্তারিত অনুসরনযোগ্য কর্মপন্থা নির্ধারনে তৎপর হবেন। আপনার সংগঠনের সদস্যগণের উপর নির্ভর করে তা পূর্বে সম্পাদিত জোটের মাধ্যমে বা স্বত:স্পূর্তভাবে এগিয়ে আসা ব্যক্তি সংগঠনের সহায়তার সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করুন।

আপনি বিভিন্ন ফোরামে বা প্রকাশানার সরকারী কর্মকর্তাদের মতামত প্রকাশের জন্য তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

৪। একই প্রতিপাদ্য নিয়ে আপনিব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগি খুঁজে জোট গঠনের প্রচেষ্টা করুন। আন্তর্জাতিক ভাবে সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের বা সমাবেশের যোগদানের মাধ্যমে আমলাদের উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই কৌশলের সফলতার চাবিকাঠি নিহিত। যেন তারা বুঝতে পারে এই সহযোগিতা বন্ধন তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই করা হচ্ছে। আপনি শুরুতেই এ সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জোটের টোপ দিয়ে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

৫। ধরে লওয়া গেল, আপনি কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগি নির্বাচনের পরও খুবই দায়িত্বশীল আমলাদের নিকট কি ভাবে যোগাযোগ করবেন? উপরের ঘটনা সমূহ উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হল। আপনার অপর পদ্ধতির প্রতি আপনার আন্তরিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। আপনার সত্যিকার সহযোগিদের সুনির্দিষ্ট ভাবে সহযোগিতা করতে চাইলে, শুধু কথা আদায় করে নয়। এর জন্য আবশ্যক ব্যক্তি ব্যক্তি সমন্বয় ও যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতার এবং বিভিন্ন প্রেক্ষিতে জনগনের সঙ্গে একাত্মতা। আপনার সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদানকারীগণ যদি দেখেন আপনি তাদের যথাযথ মাত্রায় সম্মান প্রদর্শন করছেন না তারাও তখনও তেমনি কোন সুদত্তর দিবেনা। আপনি তাদের সমস্যা ও তাদের কাজ বুঝেন এসব কারণে ব্যক্তি নির্বাচন যথাযথভাবে করতে হতো তাদের অজ্ঞতা ও ঘৃনা উদ্রেক করে এমন কাজ হতে বিরত থাকবে।

৬। এর কোন সরল পদ্ধতি নাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বসহকারে কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু নবতর পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল পুন: নির্দ্ধারনের জন্য প্রস্তুত কিছু সম্ভাবনা আঁচ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোন ফোরাম হতে প্রাপ্ত আমন্ত্রন পত্র অনুঘটকের কাজ করতে পারে। অন্য ক্ষেত্রে আপনি উপরস্থ আমলাদের নিকট হতে অতিরিক্ত সহযোগিতা আশা করতে পারেন।

আমলা গোষ্ঠীর নিকট হতে আপনি পরামর্শ মূলক সহযোগিতা পেতে পারেন। একবার সম্পর্ক স্থাপিত হলে তখন সাহায্য প্রদান বিষয়ে আলোচনা শুরু হবে। আলোচনাক্রমে অনেক অপ্রত্যাশিত দিকের দিশা মিনতে সেক্ষেত্রে আপনার এনজিওকে গুরুত্বপূর্ণ নতুন ধরনের কাজের অভ্যস্ততা গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু এই তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা যেন আপনার বিনাশের কারন না হয়। প্রাথমিক লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন- সততা বজায় রাখবেন। অনেক সময় দেখবেন আপনাকে সম্পদ সহায়তা দান করা হচ্ছে অনেক সময় রাষ্ট্র পক্ষ হতে তহবিল গঠনের উদ্যোগ দেখবেন রাষ্ট্র যেন এসব ব্যবহার না করে। প্রতি ভিন্ন মূখী সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপ ভবিষ্যতে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

৭। অনেক আমলা সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস করে যে, আপনি খোলাখুলি সরকারের সমালোচনা করে থাকেন, ২য় আপনি র‍্যাডিকাল সুযোগ সন্ধানী বা নৈরাজ্যবাদী। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে ব্যক্তি গত সম্পর্ক স্থাপন যার ফলে আপনার প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হবে যে আপনি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করতে চান না। বরঞ্চ, রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রবর্তনের জন্য প্রশাসনকে সহযোগিতা ও সোভিয়েত উভয় সরকারের বদ্ধমূল ধারণা! মানবাধিকার কমিশন সব সময় নীতিগত ভাবে আইন বিরোধী অন্যান্য নিপীড়নকারী রাষ্ট্র সমূহের অনুরুপ ধারণা বিদ্যমান পরিস্কার ভাবে বোঝাতে হবে যে, একটা সাংবাধানিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সকল অবস্থায় আইন মেনে চলা। এবং প্রত্যেক সরকারী ও অন্যান্য সংস্থা যাহাতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় সে ব্যাপারে মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা আছে। এমনকি কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্রে আমাদের শ্লোগান হচ্ছে। আপনার নিজ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন। একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য সংবিধান পাওয়ার পরও একথা বলার জন্য আমাদের আন্তরিকতার অভাব নাই।

৮। অনেক সময় সরকারী কর্মকর্তা, আপনাকে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ দেখাবেন তিনি জানেন, এটা তাঁর স্বার্থেই করা হচ্ছে। তারা জানেন যে, যদি তারা নাগরিক উদ্যোগে বাধার সৃষ্টি করেন তখন আপনারা তাদের ধ্বংস কামনা করবেন এবং উদারপন্থী অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ক্রোধানলে পড়বেন। গণস্বার্থ বিরোধী কাজে সংশ্লিষ্ট কোন বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আপনার আনীত অভিযোগ উৎসাহ প্রদান করবে। এর অর্থ এই নয় যে, আপনি মামলার জিতবেন কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ভীতির সঞ্চারিত হবে। একটা দন্ডের চেয়ে একটা কাজের টোপ অনেক সময় বেশী ফলপ্রসু হয়।

উপসংহার

পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন ও বীভৎস রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সহজভাবে সুন্দর ও অসুন্দর কাজের কুশপুত লিকরে নামান্তর বিবেচনা করা ঠিক হবে না। ধাপে ধাপে খারাপ অবস্থার উত্তরন ঘটে উহা সুন্দর গ্রহণ যোগ্য হয়। রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পরবর্তী পর্যায়ে প্রসূন অবস্থায় সিভিল সমাজ চেতনার কিছু আশা ও বিশ্বাসের বীজ উপ্ত করতে হয় লক্ষ্য সুন্দর সমাজ গঠন। কাজটি কঠিন হলেও যার ফলশ্রুতিতে কাজও সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে যুদ্ধা সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। যখন কোন বেসরকারী সংস্থা রাষ্ট্রের কার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ ও প্রতিবাদ করতে আগ্রহী হয় তখন এবং নতুন সক্রিয় সহযোগি খুজে পেতে চায় রাষ্ট্রের পিল্ল আচরণ প্রত্যাশা করে তখন তাকে অবশ্যই সহযোগিতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতেই হয়। আপনি বেসামরিক কর্মকর্তা তাদের অস্তিত্ব জনগণের ট্যাক্সের অর্থের উপর নির্ভরশীল এবং তারা জনগণের সেবার জন্য থাকবেন এ একটা বোঝাবার জন্য অনেক পথ খোলা আছে। উল্লেখযোগ্য পেশাদারীত্ব দায়বদ্ধতা জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের প্রয়োজন উচ্চ মানের সহনশীল শ্রদ্ধাপূর্ণ ও সহযোগিতা মূলক দৃষ্টি ভঙ্গী যা সহযোগিতামূলক ভাবে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন দাবী/অনুরোধ পেশের জন্য আবশ্যক।

আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা কোন ব্যক্তি কতৃপক্ষের সমীপে দাবী পেশের সময়ে মূল্যবোধের সঞ্চয় করবে এবং উদাহরণ হিসেবে যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করবে। এটা আমাদের প্রত্যাশা যে, সিটিজেনস ওয়াচের অভিজ্ঞতা সোভিয়েত উভয় রাশিয়ার যে প্রক্রিয়ায় সূচনা হল তা ক্রান্তিকালে বিভিন্ন দেশে বা সমাজ উত্তরণের সময় বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রভূত উপকারে আসবে।

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অফ টরচার
মানবাধিকারের প্রকল্পের নয়া কৌশল পত্র
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
newtactics@evt.org
www.newtactics.org